★ রাম নারায়ণ রাম ★ রাম নারায়ণ রাম ★

★ রাম নারায়ণ রাম ★ রাম নারায়ণ রাম ★ রাম নারায়ণ রাম

রাম নারায়ণ রাম ★ রাম নারায়ণ রাম ★ রাম নারায়ণ রাম ★

এ বৎসরের নতুন

ভাদুর গান

রাম নারায়ণ রাম

এই যুগে এই নাম
রাম নারায়ণ নাম

পড়লে শুনলে হবে
মহাভাগ্যবান

প্রকাশক ও প্রণেতা—
শ্রীনিমাই চন্দ্র রক্ষিত

★ রাম নারায়ণ রাম ★ রাম নারায়ণ রাম ★

দক্ষিণা—২০ পয়সা

গৌর-চন্দ্রিকা

গৌর অবতারে।
প্রেম বিলায় যারে তারে॥

পূর্ব্বে ছিল বাঁকা হাতটী রে, সোজা হয়েছে এবারে।
সোজা হাতে, করছে রে দান, একবারে অকাতরে॥
কৃষ্ণ অবতারে বলি রে, ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করে।
এবার গৌর হয়ে, মার খেয়ে, দান ছাড়া নাই কথা রে॥
কিবা ভক্ত কি অভক্ত রে, পাত্রাপাত্র নাই বিচারে।
আ-চণ্ডাল, আদি করে, যারে তারে অবিচারে॥
শ্রীরাধার প্রেম ভাণ্ডার বলি রে, অফুরন্ত আকারে।
ভাণ্ডার শূন্য, করে দিল, উদার সেজে একেবারে॥

(২)

নিমাই সন্ন্যাস

(নিমাই)

কৃষ্ণ অন্বেষণে।
মাগো আমি যাব গো বৃন্দাবনে॥
মনসুখে দাও মা বিদায় গো, যাব কৃষ্ণ ভজনে,
কত দিনে দেখতে পাব, সেই ব্রজেন্দ্র নন্দনে।
কৃষ্ণ ভজন করে আমি গো, জুড়াইব পরাণে,
নন্দের দুলাল চাঁদ, পাব গো, কতদিনে।
কবে বা মধুর রূপ গো, হেরিব নয়নে,
হিয়াতে চাপিব সেই রাতুল চরণে।
এ ছার সংসারে আমি গো, রহিব কেমনে,
বৃন্দাবনে গিয়ে আমি হেরব বংশী বদনে।

সরস্বতী বন্দনা

ওমা বাক বাদিনী।
প্রণমি গো শ্রীচরণে জননী ॥
[illegible] স্বধা সীতামাতা গো তুমি বুদ্ধি দায়িনী।
জনগনের [illegible] সে, যারে যে বলাও বাণী ॥
অচলা দাও দাসে ভক্তি [illegible] করনি নিস্তারিনী।
এ ভবেতে যাওয়া আসা হয়না যেন [illegible]
লিখা[illegible] মন্দ আমি মন্দ গো, কবিতা নাহি জানি,
ও সাবিত্রী লিখা[illegible] গীতি, সূতে কৃপা প্রদানী ॥

মনঃশিক্ষা।

ও মন হরি বল।
মানব জীবন বিফলে তব গেল ॥
ভাই বন্ধু সুত দারারে, মায়ার গোড়া কেবল।
(তোমার) শমণ যবে গ্রাস করিবে, ছেড়ে যাবি সকল ॥
তাই বলি মন কর চেতনরে, চাও যদি মঙ্গল।
এই হরি নাম মহৌষধি, পান কর অবিরল ॥
দিন থাকিতে উপায় বলিরে, মনকে কর নিশ্চল।
(তুই) আসল কথায় নাড়িস মাথা, মোরে বলিস পাগল ॥
এ ভবে আর কদিন রবে রে, রবেকি চিরকাল।
তোর ঘরেতে নটা দুয়ার, প্রাণ পাখী জানে ভাল ॥
ডাকলে তাঁরে রইতে নারেরে, হরি অতি দয়াল।
(তোমায়) ভবসিন্ধু পারকরিবে, অন্তে ব্রজের গোপাল ॥

—০—

ভজনগীত

ব্রজের গিরিধারী।
দেখা দিয়া প্রাণ জুড়াও দয়াল হরি ॥
মাধব মুকুন্দ তুমি গো, মধুসূদন মুরারী।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম, বনফুল মালাধারী ॥
এ বিশ্বেতে যাহা হেরি গো, সকলি যে তোমারী।
(আছ) নদ নদী উপবনে ... লতাধারী ॥
... সকলি তোমার হেরি।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ ... অনীলে আছ, আকাশে তুমি ...॥
(তুমি) প্রহ্লাদে করিলে রক্ষা গো, নরসিংহ রূপধরি।
পদ রজে অহল্যারে ... গো উদ্ধার করি ॥
কারে তুমি রাজা কর গো, কারে পথের ভিখারী।
ওহে কালা তব লীলা মোরা বুঝিতে নারি ॥
মায়া ডোরে বেঁধে মোরে গো, করে দিলে সংসারী।
পরকে আপন করে দিলে, সুতধন দিয়া নারী ॥

—•—

লক্ষ্মণের শক্তিশেল ও রামের রোদন

প্রাণের ভাইরে লক্ষ্মণ,
আমার জন্যে লঙ্কাতে হারাও জীবন ॥
বারে বারে করি মানারে, শুনলেনা আমার বচন।
শক্তি শেলে প্রাণ হারালে, কোথায় ভাই কর গমণ ॥
সীতাউদ্ধার কে করবে অরারে, তোর গুণ ভাবি অনুক্ষণ।
দেশে ফিরে যাইকি করে, এই ছিল ভাগ্যে লিখন ॥
তোমার মাতা কইলে কথারে, সুধাবে কোথায় লক্ষ্মণ।
(আমি) কি বলিয়া বুঝাইব, বলেদে ভাইরে এখন ॥
আর বনফল কেদিবে বলরে, কওনা যে মধুর রচন।
(আমি) তোর বিহণে আর কেমনে, করিরে জীবন ধারণ ॥

—•—

পূর্ব্বে ছিল বাঁ
সোজা হাতে, ব
কৃষ্ণ অবতারে
এবার গৌর হয়ে
কিবা ভক্ত কি ত
আ-চণ্ডাল. আ
শ্রীরাধার প্রেম
ভাণ্ডার শুন্য, ক

মাগো আ
মনসুখে দাও ম
কত দিনে দেখবে
কৃষ্ণ ভজন করে
নন্দের দুলাল
কবে বা মধুর
হিয়াতে চাপিব
এ ছার সংসারে
বৃন্দাবনে গিয়ে ত

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমণ ...রহে রাখাল বালকদের রোদন

কানাই কাঁহা গিয়া।
বিরাগী তোম গোকুল তেয়াগিয়া
তুঁয়া লাগি গোঠে মাঠে রে, ফিরি মোরা ঘুরিয়া।
(তেরা) নন্দ...রা জ্বালে চিতা দিবেরে প্রাণ সঁাপিয়া ॥
তুঁয়া বিনে বনে ধেনু... না আসে আর ফিরিয়া।
...ক বার এসে কানু ফিরাও ধেনু ...ঁশীর বাজাইয়া।
... প্রাণী অন্ন আনিরে, তুমিত দি... ॥
তুঁয়া করম ... অন্ন খাইনা মোরা ভুলিয়া ॥
নন্দলালা হৃদয় জ্বালারে, ...ভাই ব্রজে ফিরিয়া।
তোর নন্দ রাণী হাতে ননী, ফিরিছে ...র লাগিয়া ॥

—০—

গৃহিণীর, কর্ত্তার প্রতি ভাদুর শীতল আনিতে আদেশ।

ভাদু পূজার তরে।
শীতল কিনে আনবে গো সন্ধ্যার পরে ॥
ছানার মিষ্টি রসগোল্লাগো, বাটীনিয়ে যাও ঘরে।
দেরী যেন না হয় শুন, আনবে আটটার ভিতরে ॥
টাবালেবু রম্ভা নারকেল, গো, এনে দাও ত্বরা করে।
আতপ চাউল সাজাইয়া, টাবা দিক উপরে ॥
মাথার কিরা আর আমারেগো, দুঃখ দিবেনা অন্তরে।
ভাবলে বসে কি হইবে, নিয়ে এস ধারকরে ॥

—০—

কুসুম চয়ণ ও জাগরণ

ভাদুর নিকেতনে।
সারারাতি কাটাব জাগরণে ॥
গান গাহিব গান শুনিবরে, আসিলে সব দর্শনে।
যুই চামিলি আর শেফালী, তুলে আন বাগানে।
ও অঞ্জলি পুষ্পাঞ্জলিরে, দিব ভাদুর [illegible]
ত্বরাকরে এসফিরে, দেরী [illegible] সয়না প্রাণে ॥
ভাদু সাজাইব [illegible]রে, সকলে সযতনে।
[illegible] রম্ভা নারকেল, দে ত্বরা আমায় [illegible] ॥
নৈবিদ্য উপরে দিবিরে, টাবা [illegible] কাট যতনে।
চরিধারে ফল সা[illegible], ডেকে আন সঙ্গীগণে ॥

—০—

ভাদুর বিয়ে।

বলি ও করুনা।
ভাদুর বিয়ে আসবিলো সর্ব্বজনা।
জলসহিতে যাও সকলেরে অভিমান কেউ করবেনা
জাতির বিচার রাখবনা আর, কোন কথাশুনব না ॥
খাস বিলাতী ভাদুর পতিরে, নকল হলে চলবেনা।
নানা ফুলের গাঁথ মালা, বদল করবে তুজনা।
বিমানেতে আসবে চেপে রে বরের বন্ধু দশজনা
(যেন) কোন বিষয় ত্রুটী না হয় করিবে অভ্যর্থনা ॥

—০—

ভাদু বিদায় গীত।

ধৈর্য্য ধরা না যায়।
কেমন করে ভাদু আজ দিব বিদায় ॥
মধুর সে মুখ খানি গো, কখন কি ভুলা যায়।
জমায়ে চাঁদেরি সুধা, নিজ নে গড়েছে তায় ॥
সারা রাতি জাগরনে রে, নিশি যে পোহায়ে যায়।
ঐ দেখ সই কুঞ্জে এসে গান করে কোকিল হেথায় ॥
একান্ত যাইবে যদি গো, মনে করিবে আমায়।
আগমী সনে মোর ভবনে, আসিবে রইলাম আশায় ॥
সায়া শাড়ী তৈল সেমিজ রে ত্বরা করে নিয়ে আয়।
(আমার) ভাদু যাবে শ্বশুর বাড়া, বেলা এই আট ঘটিকায় ॥

—•—

রেশণ গীত ও দুর্ভিক্ষ।

প্রিয়ে যাই কণ্ট্রোলে।
কেরাসিনতেল আনিব আজ বৈকালে ॥
তিরিশ জনা লাইন দিয়ে গো, আছে আজ মেয়েছেলে।
সরিষার তেল আর কেরাসিন, পাইব সন্ধ্যাকালে ॥
কাজকর্ম্ম সকল গেল গো, কেমনে বা দিন চলে।
(আবার) প্রতি জনের ছয় শত চাল, রেশন দোকানে দিলে ॥
পাঁচজন মেম্বার তিন কেজিচাল গো, খাইব মাড়ে জলে ॥
হিসাব করে খরচ কর, সাত দিনের চাল দিলে ॥
দীনবন্ধু পতিত পাবন গো, নামটি কেন ধরিলে।
(তোমার) পতিত গরীব মেয়েছেলে, বাচবে না এ আকালে ॥
পাঁচ সিকাতে এক কেজি চাল গো তাও বাজারে নাই মিলে।
(হরি) ভজন সাধন সকল গেল বাঁধিলে মায়া জালে ॥

—০—

বন্ধু কেতকীর প্রতি তরুণীর অনুতাপ।

বলি ও কেতকী।
মনের কথা তোরে কইলে হবে কি ॥
বন পুড়ে সই সবাই দেখে লো, মন পুড়ে কেউ দেখে কি।
(আমি) একলা বসে বাদল রাতে, ভাবি আমি কত কি ॥
আশার আশে বসে আছিরে, এমন ভগ্য হবেকি।
(আমি) দেহান্তরে রঘুবরে, হেরিব মা জানকি ॥
গেল বেলা যাব একলারে, ভবে এলেম একাকী।
নিত্য ধামে চলে যাব, জমকে লো দিব ফাঁকি ॥
জগৎ পতি আমার পতিরে তরাইবেন পাতকী।
রাখ ধর্ম্মে মতি এই মিনতি বলে ভাবলে হবেকি ॥

—০—

বর পণ।

মানুষ নাই কো দেশে।
উচিত কথা কইলে লোক উড়ায় হেসে ॥
কনের বাবা কাঁদছে বসে গো, অন্নজল রুচে কিসে।
বরের বাবা, বসে আছে, পাঁচ হাজার টাকার আসে ॥
কর্ত্তার চেয়ে গিন্নি বেশী গো, আসিয়া স্বামীর পাশে।
(বলে) পনের টাকা নগদ লিব, সোনা নইব কসে ॥
ছেলের বিয়ে দিব আমি গো, শ্রাবনের এই একুশে।
টাকা সোনা আনবে আগে, লগ্ন ধরাবে এসে।
দিন চালান ভার হয়েছে গো হাড়ি জ্বলে বাতাসে।
সকল সমাজ হইছে সমান, কি হবে অবশেষে ॥
ও সই কই তোমারে।

—০—

ভাদু দর্শণার্থির প্রতি গীত গাহিতে অনুরোধ।

ভাদু দেখে কেন যাও, গৃহে ফিরে॥
একান্ত যাইবে যদি গো, যাওনা ছুটো গান করে।
এস ফিরে আমার কিরে, যারে রাত দশটার পরে॥
ভাদু পূজা উপলক্ষে গো, আসিয়াছ মোর ঘরে।
পারমিসেন লয়েছ বুঝি তব স্বামীর হাত ধরে॥
আমি বা কর ক্ষমা গো, এই নিবেদি তোমারে।
দোষ যদি তাই হয়ে থাকে, বলি তাই বারে বারে॥

উত্তর

শান্তি নাই অন্তরে।
গান গাহিতে অনুরোধ কর মোরে॥
পৈত্রিক সাজা ছিল যাহাগো, গিয়াছে চিরতরে।
(এখন) লক্ষ্মী ছাড়া হলেম আমি, চাল আনি খুঁটে করে॥
দুঃখের কথা কইব কারে গো, দিন চালাই কেমন করে।
(আমরা) রেশন কাড়ে ছয়শত চাল দেয় আমায় সাতদিন পরে॥
কলির রাজা তেমনি প্রজারে, দোষ দিব আর কাহারে।
এখন অনুতাপে কেঁদে মরি, নিজেরি কর্ম্ম ফেরে॥

বাঁকুড়ায় রথ যাত্রা।

আষাঢ়ের পাঁচদিনে।
বাঁকুড়ায় রথ, গিয়াছিলাম দর্শনে।
ব্রেক হেণ্ডেল ফিট করেছেরে, পিত্তলের রথের সামনে।
ইচ্ছা মত ঘুরায় ফিরায়, চালায় সদর টাউনে॥
লাল বাজারের মোড় হইতে রে, মাচানতল জনগনে।
বহু লোকের সমাগমে, পার হইতে পারিনে॥
ছোঁ নাচ করে মন যে হরে গো, মুখোস পরে নানে।
নানা রকম বাদ্য বাজে, তালা সাগে শ্রবনে॥
শ্যাম সুন্দর রাধা রাণীকে, আছেন রথের মাঝ খানে।
(শ্যামের) গুঞ্জামালা মোহন চূড়া, রতন নূপুর চরণে॥
গলে হার বন ফুলের মালা রে, হৃদ পট দেখি চন্দনে।
ডায়নামা ফিট কত লাইট, দেখি আনন্দ মনে॥

—:০:—

স্বামীর প্রতি যুবতীর অনুতাপ।

দিলে যাতনা প্রাণে।
ভালবেশে আজ আমায়, কাঁদাও কেনে॥
অবিরত সইব কত গো, বিষ ভাব দরশনে।
(দিলে) যে দুঃখ হৃদে রইল গাঁথা, ভুলবনা এজীবনে॥
খেলা ছলে শৈশব কালে গো, তুমি বর আমি কনে।
মালা বদল করেছিলে, দেখ গো ভেবে মনে॥
মন প্রাণ সঁপেছিলাম গো, সেই মধুর মিলনে।
আজ কেন গো বিষাদ ঘটাও, দয়া নাই তোমার প্রাণে॥
পিতামাতা মিলন কথা গো, শুনিয়া হর্ষ মনে।
সম্প্রদান করেছে আমায়, সভাতে দশে জানে।

—০—

সীতার বনবাস ও লক্ষ্মণের প্রতি সীতার উক্তি।

মুনির তপোবনে।
আমায় এনে দেবর আজ কাঁদ কেনে॥
ঘরের বাহির হলেম কেন গো, এই ছিল বিধির মনে।
বামেতে আজ সর্প হেরি, দক্ষিণে শিবাগণে॥
দুষ্ট বাণী বলি আমি গো, বঞ্চবটী কাননে।
(তোমায়) কুটির হতে বাহির করি পাঠাই রাম অন্বেষণে॥
দুষ্ট বচন হইচ্ছে স্মরণ গো, তাই বুঝি বিধাদ ...
কওনা বচন প্রাণের লক্ষ্মণ, নিরব আজ হলে কেনে।
করে ত্বরা মুনি দারা গো, এলেম আজ দরশনে।
দিনেক দুদিন পরে আমি যাইব নিকেতনে॥

—০—

সীতার প্রতি লক্ষ্মণের উক্তি ও রোদন।

মুখে সরেনা বাণী।
শুনমাতা জনাকী ঠাকুরাণী॥
শক্তি শেলে মৃত্যু হলে গো, জুড়াইত পরাণী।
এ কার্য্য সাধনে মোরে রাখিলেন রঘুমণি॥
তোর বন বাস মন যে উদাস, গো তাই কান্দি আজ জননী
(এই) তপোবনে গহন বনে, কে দিবে অন্ন পানি॥
তোর বিসর্জ্জন আমার বর্জ্জন গো, হবে-মা আমি জানি।
আমি ডাকৃব কারে মা মা বলে, বলে দে ভূ-নন্দিনী॥

—:0:—

জীবে চৈতন্য গীত ও পরিণাম

একদিন লাগবে লেঠা
নিদান কালে তোর পথে, দিবে কাঁটা ॥
ভোগবিলাসে বিশয় রসেরে, হয়েছিস যে বেশমট।
(তুমি) কি কর্ম্ম করিলে ভবে, জানে কৌশল্যার বেটা ॥
তোর ঘরেতে পরম বন্ধুরে, বাঁশা করেছে ছটা।
(তারা) যাহা বলে [illegible] গণনি তোর বুকের পাটা ॥
পিঞ্জরে পুষেছ পাখীরে, জানে তোর হিয়ার নটা।
(কবে) ফাঁকি দিয়া চলে যাবে, আটক করিবে কেটা ॥
ছেঁড়া কাঁথা ভাঙ্গা খাটেরে, যাবে তোর শব দেহটা।
মুখে আগুন দিবে তোমার, প্রেয়সী থাকলে বেটা ॥
ভস্ম দেহে জল ঢালিয়ারে, চিতাতে কড়ি আট টা।
(দিয়ে) গৃহ পথে চলে যাবে, কাঁদিবে দুই এক ঘণ্টা ॥

—ঃ(০)ঃ—

জয়াবিজয়ার প্রতি উমার উক্তি

ঘরের মুখে দি ছাই।
চার কোনেতে ঝেঁটাতে মা লক্ষ্মি নাই ॥
কর্ত্তা আবার ভিক্ষায় গেছেন, গো চাল আনলে হাঁড়ি চাপাই।
ঘরে ভাত নাই বাপ বেটাদের, রোজই সিদ্ধি খাওয়া চাই ॥
সাপের গর্জন, ইন্দুর কীর্ত্তন গো, ময়ূরের ধান চাউল চাই।
ষড়ানন আর গজানন মোর, কেঁদল করিছে সদাই ॥
মঙ্গলা যে বলে লোকে গো, কর্ত্তা মঙ্গল রাখে নাই।
হাড়ে মালা মাথায় খুলি, এসে ঘর করে বোঝাই ॥
শ্মশানে মশাতে ঘুরে গো, সর্ব্বাঙ্গেতে মাখে ছাই।
(আমি) কতদিন আর এমন করে, পাগল নিয়ে কাল কাটাই ॥

———

"আর্ট-প্রেস"—বাঁকুড়া।

খাঁটি মানুষ যে জন।

নিজ ধর্ম্ম দেয়না কভু বিসর্জ্জন ॥

শুদ্ধ চিত্তে সৎ কর্ম্মেতে গো, রহে সদা নিমগণ,
হয় না কভু লক্ষ ভ্রষ্ট, দেখাইলেও প্রলোভন।
অনাচারে অত্যাচারে গো, করলেও শত নির্য্যাতন,
টলাইতে এ জগতে, কেউ পারে না তাঁর আসন ॥
নিজ স্বার্থ সিদ্ধি হেতু গো, দেখ আজি কত জন,
এ ডোবা সে ডোবায় ডুবে, দুই পুরুষের চ্যাং যেমন ॥
এ দ্বারে সে দ্বারে খুরে গো, হলে কুকুরের মতন,
খেয়ে লজ্জা সরম ধরম করম, করে পরের পদ লেহন ॥

দোষ কি রাজার।

যত দোষ রয়েছে তোমার আমার ॥

এ দুর্দ্দিনে দুঃখী জনে রে, ক্ষুধাতে দিতে আহার,
রিলিফেতে গম চাল দিতে, তোমার হাতে দিল ভার।
বার আনা মেরে নিয়ে রে, করে বিলি সিকি তার,
করলে বাড়ী মোটা ভুঁড়ি, কিন্‌লে নতুন মোটর কার ॥
যার চালে কাক যেত গলে রে, বইতো চোখে অশ্রুধার,
আজ হয়ে রাজা লুটছে মজা, হয়ে মাত্র পে-মাষ্টার ॥
উদ্বিত্ত অর্থ দেশের সেবায় রে, কিছু যদি দিতে তার,
তবে উঠতো না ভাই এ দুনিয়ার ক্ষুধাতুরের হাহাকার ॥

(১৮)

ভাদু তোমা ধনে

কি দিয়ে পূজিব এই দুর্দ্দিনে ॥

রাজ নন্দিনী আদরিনী গো, অতুলন রূপ গুণে,
আমার আঁধার ঘরে আলো করে তব অঙ্গ কিরণে।
কি আনন্দ হোত আগে গো তোমার এ শুভাগমনে,
এখন খাদ্যাভাবে সবে ভাবে, তোমার কথা নাই মনে॥
কত উপাদেয় খাদ্য গো, দিয়েছি চাঁদ বদনে,
আজ মিলে না যে কোন খাদ্য, ঘুরিয়া ত্রিভুবনে ॥
টাকায় দুপাই চুঁয়ামুড়ি গো, তাও মিলে না সব দিনে
তিন টাকা কেজি ভ্যাপসা চিঁড়ে হচ্ছে বিক্রয় ওজনে
দিবারাত্রি ঘুরে মরি গো, আটা চালের সন্ধানে
পাইনা কোথাও একটি ছটাক, দর দিয়েও চতুর্গুণে ॥

(১৯)

(মিলনান্তে)

নিভৃত নিকুঞ্জ বনে।
রাই কানু একাসনে শয়নে ॥
রতন পালোঙ্ক পরিয়ে একাসনে শয়নে।
রাই চাঁদ আর কৃষ্ণ চাঁদ হয়েছে গো মিলনে ॥
বাহুতে বাহুলে দোহার গো, করিয়াছে বন্ধনে।
তড়িতে জড়িতে আজি হয়েছে নব ঘনে।
অধরে অধরে দোয়ার গো, রয়ানে বয়ানে।
উরুতে উরুতে দোহার চরণেতে চরণে।

—(০)—

ভৈরব-প্রেস—বাঁকুড়া